মহাজাগরণ

শতবর্ষ

১৯১৭-২০১৬

BHARAT SEVASHRAM SANGHA

100 YEARS
of service to the humanity

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

LOKHRA ROAD, KALAPAHAR, GUWAHATI-781018,
PH. : (0361) 2471329, Website : www.bharatsevashramsangha.net

অসংখ্য মানুষের প্রাণ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যে স্বামীজির জন্য বেঁচে গেল...

ড. পরিমলকুমার দত্ত

২০০৮ সন। অক্টোবর মাস। দুর্গাপূজার ঢাকের আওয়াজ মাত্রই শোনা যাচ্ছে। প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে বিভিন্ন হিন্দু এলাকায়। ষষ্ঠী পূজার প্রস্তুতি চলছে। ঠিক সেই সময়েই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত ওদালগুড়ি জেলা। আত্মরক্ষার তাগিদে দলে দলে অসহায় আতঙ্কিত মানুষ নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে চলেছে।

খুব ভোরে এক গ্রামে হামলা হলে দুপুরেই পাল্টা হামলা অন্য গ্রামে। প্রথমে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ। তারপরেই এই সংঘর্ষ রূপ নিল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের। মুসার (MUSA) ডাকা এক বন্ধ থেকেই এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। বড়ো-কছারিদের সাথে মুসলিমদের সংঘর্ষ সামান্য একটা বন্ধ থেকে। হঠাৎই সংঘর্ষের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। বাঙালি হিন্দুদের উপর একপক্ষীয় আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। হিন্দু বাঙালি অধ্যুষিত ইক্‌রাবারীতে ঈদের পরের দিন খুব ভোরে হাজার হাজার লোক আক্রমণ চালাল। দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু-মুসলমান শান্তিপূর্ণভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বসবাস করছিল। কিন্তু কয়েকজন দুর্বৃত্তের কুটিল চক্রান্তে সব শেষ হয়ে গেল। অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুটপাট অবাধে চলল। খোল-করতাল নিয়ে কীর্তনে অভ্যস্ত ও অবতারপুরুষ স্বয়ং ভগবানের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল বাঙালি হিন্দুদের ঘরে আত্মরক্ষার জন্য একটা লাঠিও খুঁজে পাওয়া যায় না। দুই-চার জন সাহসী যুবক এগিয়ে এসেছিল প্রতিরোধের সংকল্প নিয়ে। কিন্তু বুলেটের কাছে পরাস্ত হল। পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা সাপের কামড় খেয়ে, বাঘের সাথে লড়াই করে দীর্ঘ জীবনযুদ্ধের পর দুবেলা দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা ঘর-বাড়ি-সম্পত্তির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। এই দেশটাকে আপন করে নিয়েছিল। মাতৃভাষা বাংলা ছেড়ে অসমিয়াকেই মাতৃভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে ওদের ভাগ্যে এই দুর্যোগ নেমে আসবে।

ইকরাবারীর হিন্দু বাঙালিরা এসে উপস্থিত হল খারুপেটীয়া শহরে। স্থানীয় যুবক তাপস রায়, গুড্ডু তিওয়ারী, অখিল সাহা (ভানু), প্রবীর রায়চৌধুরী ও আরো কয়েকজন

এগিয়ে এল এদের সাহায্য করার জন্য। প্রথমেই নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে শৈলবালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেই বেছে নেওয়া হল। সেখানে অস্থায়ী শিবির হল। খারুপেটিয়া শহরের বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ ও আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে অস্থায়ী শিবিরের শরণার্থীদের পাশে দাঁড়াল ঐ নির্ভীক যুবকেরা। এদিকে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল। যে কোনো মুহূর্তে হয়তো খারুপেটিয়া শহর আক্রান্ত হতে পারে এই আশঙ্কা করে বৃহত্তর খারুপেটিয়া অঞ্চলের আপামর জনগণের সাথে যাঁর নাড়ীর গভীর সংযোগ দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টির সেই মাননীয় বিধায়ক ও জনপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ নেতা শ্রীযুত ইলিয়াস আলি মহাশয় প্রশাসনিক স্তরে কথা বলে খারুপেটিয়া শহরে তাৎক্ষণিকভাবে কার্ফু জারি করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। নিজের জীবন বিপন্ন করেও ইলিয়াসবাবু সেদিন সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা চিরস্মরণীয় থাকবে। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধীরাও অবশ্য এব্যাপারে তাঁর প্রশংসা করে থাকেন।

ওদালগুড়ি ও দরং জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাতারে কাতারে অসহায় মানুষ প্রাণ হাতে নিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে খারুপেটিয়া শহরে উপস্থিত হল। খারুপেটিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খারুপেটিয়া মহাবিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী শরণার্থী শিবির খোলা হল। সরকারি আধিকারিক, রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রচার মাধ্যমের কর্মীরা অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে গেলেন। সরকারি বেসরকারি সাহায্যও আসতে লাগল।

ঠিক এই সময়েই গুয়াহাটি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী সাধনানন্দ মহারাজ (মধু মহারাজ) ফোনে জানালেন যে অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত তরুণ গগৈ মহোদয় "জাতীয় সংহতি পরিষদে"র (National Integration Council) তিনজন প্রতিনিধির একটি দলকে পাঠাচ্ছেন। তিনজন প্রতিনিধিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম থেকে নির্বাচন করা হয়েছিল। স্বামীজি ছিলেন হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি। স্বামী সাধনানন্দ মহারাজজি অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সক্রিয়তা ও তেজস্বিতার প্রতীক। আমি তাঁকে কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয় সংস্করণ বলে মনে করি। গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের শুরু থেকেই প্রতি মুহূর্তের খবরাখবর তাঁর কাছে পৌঁছে যেত। সরকারি মহলে ও প্রশাসনিক স্তরে তিনি সেই খবরের উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ জানাতেন। এই অঞ্চলের শান্তি রক্ষার জন্য তাঁর ভূমিকা অজ্ঞাতই থেকে যেত যদি না আজ আমি "অসংখ্য মানুষের প্রাণ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যে স্বামীজির জন্য বেঁচে গেল" এই স্মৃতি কাহিনীর সংযোজন এই স্মরণিকায় করতাম।

প্রতিনিধিদল এসে উপস্থিত হলেন শৈলবালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। খোঁজখবর নিলেন সবার। সেখানেই জানতে পারলেন কপাটীর আসাম ব্যাটেলিয়নের এলাকা সংলগ্ন অস্থায়ী শিবিরে আতঙ্কগ্রস্ত শরণার্থীদের কথা। সেই সরকারি প্রতিনিধিদের সাথে আমি, তাপস রায়, প্রবীর সাহা, মুকুল ভদ্র ও গুড্ডু তিওয়ারী ও কপাটী খজুয়াবিলের অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে উপস্থিত হলাম।

কয়েক হাজার শরণার্থীর চোখে ঘুম নেই। কয়েক রাত ধরে মৃত্যুর ক্ষণ গুণে চলেছেন। দুঃস্বপ্নের রাতে শিশুরাও ঘুমায় না। চিৎকার করে কাঁদতেও ভয় পায়।

শরণার্থী শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন কপাটী বল্লভভাই প্যাটেল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুত প্রদীপ মালাকার মহাশয়। প্রদীপবাবু বিস্তারিত জানালেন। কয়েকজন বয়স্কলোক যাঁদের পরিবারের সদস্যরা এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে বলি হয়েছিল, এগিয়ে এলেন স্বামীজির কাছে। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সব জানালেন। শত শত বছরের পরিশ্রমের ফলে গড়ে ওঠা গ্রামগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বর্ণনা করলেন কীভাবে তাঁদের চোখের সামনে তাঁদেরই পরিবারের সদস্যদের টুকরো টুকরো কেটে আগুনে ফেলে দিয়েছিল দুর্বৃত্তেরা। প্রশাসন নির্বিকার। অনেক সময় খবরও পায়নি পুলিশবিভাগ। স্বামীজি চুপচাপ শুনলেন, তাঁর মুখে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি তাঁদের কথা দিলেন যে তাঁদের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন।

যথারীতি সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাসও দিলেন।

প্রদীপবাবু ও অন্যান্য শরণার্থীরা জানালেন যে শরণার্থী শিবিরে তাঁরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ৪-৫ দিন ধরে। প্রতিদিন রাতে অসংখ্য মানুষ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শরণার্থী শিবির আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিয়ে কয়েকশো মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকত।

আসাম ব্যাটেলিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার শ্রীযুক্ত চন্দন নাথ মহাশয় প্রতিরাত্রেই ঐ দুর্বৃত্তদের পিছে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু অকস্মাৎ চন্দনবাবুর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেড়ে নেওয়া হয় কোনো এক অদৃশ্য রাজনৈতিক শক্তি চক্রের ইঙ্গিতে। সেজন্য এই অস্থায়ী শিবিরের হাজার হাজার মানুষ ভগবানের উপরে ভরসা করে দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

চন্দনবাবুকে ডাকা হল। কর্তব্যপরায়ণ, সৎ, নিষ্ঠাবান ও সাহসী চন্দনবাবু বিস্তারিত জানালেন। যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো রাতে যে এ শরণার্থীরা আক্রান্ত হতে পারেন সেই আশঙ্কা প্রকাশ ও করলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সব শুনলেন। স্বামীজি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "আপনারা ভয় করবেন না। আমরা এখনই মঙ্গলদৈ ফিরে যাচ্ছি। জেলা উপায়ুক্ত ও পুলিশ অধীক্ষকের সাথে আলোচনায় বসব। আমি ভারত সেবাশ্রম সংঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী সাধনানন্দ আপনাদের কথা দিচ্ছি যে আজ রাতেই চন্দনবাবু তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ফিরে পাবেন। প্রয়োজনে আমি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলব। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।" স্বামীজির আশ্বাস বাণীতে কাজ হল। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মৃত্যুভয়ে ভীত আতঙ্কগ্রস্ত শরণার্থীদের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।

সেই রাতেই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মঙ্গলদৈ উপস্থিত হয়ে উপায়ুক্ত ও পুলিশ সুপারের সাথে আলোচনায় বসলেন। সরেজমিন তদন্তের তথ্য জানিয়ে চন্দনবাবুর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। স্বামীজির দৃঢ়তা ও নেতৃত্বের প্রভাব যথেষ্ট। জেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে চন্দনবাবুর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দিলেন। চন্দনবাবু নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পুনরায় পেয়ে দক্ষতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করলেন, আসাম ব্যাটেলিয়নের সাহসী পুলিশদের নিয়ে। অবশেষে দুর্বৃত্তের দল খজুয়া বিলের অস্থায়ী শরণার্থী শিবির আক্রমণ করার সাহস না পেয়ে পিছু হটেছিল।

ওদালগুড়ি জেলা উপায়ুক্তের আহূত সভা ও বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নিবেদিত প্রাণ চিরতরুণ সেই সাহসী সন্ন্যাসী স্বামী সাধনানন্দ মহারাজ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তিকে যেভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তার সাক্ষীরা আজও সেই কথা শ্রদ্ধার সাথে বলে থাকেন। স্বামীজি ভাষণ দিচ্ছেন আর উপস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কয়েকজন ভক্ত ভয় পাচ্ছেন। ভক্তদের ধারণা হচ্ছিল যে শ্রোতারা সহজভাবে স্বামীজির বক্তব্য মেনে নিতে পারবে না। হয়ত স্বামীজিকে আক্রমণ করতেও পারেন। কিন্তু কিছুই হল না। শান্তিপ্রিয় অসহায় মানুষেরা মানসিক শক্তি পেয়েছিলেন যেটা সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল।

স্বামী সাধনানন্দ মহারাজের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি, স্পষ্ট ভাষায় অভয়বাণী ও সঠিক সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কয়েক হাজার অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল। শিবাবতার স্বামী প্রণবানন্দজির কাছে স্বামী সাধনানন্দ মহারাজের দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা নিবেদন করছি।

মানব-সেবায় ব্রতী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

একটি বিহঙ্গম দৃষ্টি

ড. জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

'সেবা হি পরমধর্ম'— এখানে সেবা বলতে বুঝব মানব সেবা। মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিরূপক নিঃস্বার্থ সেবা। তাই সেবাকার্যের সঙ্গে জড়িত হওয়া মানুষের পরম ধর্ম।

জ্ঞানীমাত্রই জানেন ধর্ম তা-ই যা আচরণীয়, যা অবশ্য পালনীয়। দৈনন্দিন জীবনের নানামাত্রিক কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে আমাদের আবশ্যিকতার দিকটা ভরাট হতে থাকে। প্রায় সবটাই তার অহং-এ আচ্ছন্ন। এক নিদারুণ অস্মিতাবোধে আক্রান্ত হয়ে আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো আমাদের কাছেই প্রয়োজনীয়তার ছাড়পত্র পায়। এর বাইরে আর যা কিছু, তা অতিরিক্ত, তার জন্য আমাদের সময় বের করে নিতে হয়। কিন্তু এই তৈরি করে নেওয়া পরিস্থিতিটা আমাদের 'আচরণীয়' কি না— তার উত্তর আমাদের অনেকের কাছেই নেই। বিষয়টা যখন 'সেবা'-তে এসে ঠেকে তখন আমরা নিজেরাই অনেকসময় নানা কূট প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াই— আর তারপর প্রয়োজনের দাঁড়িপাল্লায় মেপে আশু কর্তব্য স্থির করি।

কিন্তু সমাজে এমন একদল সর্বত্যাগী মানুষ রয়েছেন, এমন প্রতিষ্ঠান আছে, যাঁরা মানবসেবার যে-কোনো সুযোগ সানন্দে গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় সাধারণ গৃহীকেও কোনো-জীবনের গণ্ডি থেকে বাইরে বের করে এনে সেবার কাজে সহযোগী করে নেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘের সেবক মহারাজেরা সেই মহান ব্রত পালন করে চলেছেন নিরলস।

তখন আমায় কিশোরবেলা, পারিবারিক ভ্রমণে বেরিয়েছি— তীর্থস্থান জগন্নাথ ধাম। হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে পুরী এক্সপ্রেস কাঠপাড়ি পৌঁছতেই আমাদের ছোট কামরায় উঠলেন এক দশাসই চেহারার পান্ডা। বলতে গেলে আমাদের দলটিকে প্রায় বগলদাবা করেই তিনি পৌঁছলেন পুরী। আমরা জানলাম যে আমাদের গন্তব্যস্থল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রম। কিন্তু তিনি নিজের ধর্মশালাতেই আমাদের নিয়ে ওঠালেন। একদিন থেকে আমরা সেখান থেকে চলে গিয়েছিলাম ভারত সেবাশ্রমে। দেখেছিলাম দুপুরে চলছে দরিদ্র সেবায় আয়োজন। তখন চোখে ছিল নতুন জায়গা আর সমুদ্র দেখবার নেশা, তাই ওই দরিদ্র সেবায় ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখিনি। তবে মনে আছে সেজন্যই যে ওটাই ছিল আশ্রমের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ।

এরপর মাঝে মাঝে আশ্রমের চারণদলের সদস্য বা কখনো অন্য কোনো সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে— যখন তাঁরা সাহায্যের জন্য বাড়িতে এসেছেন। আর বন্যা